51

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 20 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

পথে প্রান্তরে

পথচারী

দেশের কিছুসংখ্যক মাদ্রাসার এফিলিয়েশন স্থগিত করার বিষয়টি নিয়ে সংসদ ও সংসদের বাইরে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি এসেছে। পথে সভা-শোভাযাত্রাও হয়েছে। মাদ্রাসার এফিলিয়েশন স্থগিতের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের বেশীর ভাগ মাদ্রাসার শিক্ষক-আলেম কিংবা মাদ্রাসা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহ নেই। তবে তাঁদের বাইরে কিছুসংখ্যক রাজনীতিকও রয়েছেন। বলা বাহুল্য, বিষয়টি একান্তই শিক্ষা সংক্রান্ত। আলোচনাটা সেভাবেই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু সেভাবে না হয়ে আলোচনা হয়েছে রাজনৈতিকভাবে। সেজন্য আশা করি আলোচনা থেমে যাবে। শিক্ষামন্ত্রী সংসদে এ ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছেন এবং পত্র-পত্রিকায়ও এ সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বোঝা গেছে, স্কুল সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডের মত মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ডেও অযোগ্য-দুর্নীতিপরায়ণ লোকের ছড়াছড়ি। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার এফিলিয়েশন বা স্বীকৃতি পাওয়ার কতগুলো শর্ত আছে। এই শর্তগুলো পূরণ হওয়ার পর বোর্ড স্কুল-মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দেয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকেরা সরকারী অনুদান পায়। কিন্তু দেখা গেছে, স্থগিতাদেশপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলো শর্ত পূরণ না করা সত্ত্বেও মাদ্রাসা বোর্ড তাদের স্বীকৃতি দিয়ে বছরের পর বছর ধরে সরকারী অনুদান দিয়ে গেছে। অবশ্য একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য, এফিলিয়েশন পাবার জন্য নতুন স্কুল-মাদ্রাসাগুলোকে যেসব শর্ত পূরণ করতে বলা হয় নতুন অবস্থায় এ প্রতিষ্ঠানগুলো তার সবগুলো পূরণ করতে পারে না। তাই অতীতে দেখা গিয়াছে, প্রধান শর্তগুলো পূরণ হলে শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে বোর্ড এফিলিয়েশন দিয়ে দেয়। কিন্তু স্থগিতাদেশপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলো সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে তা রীতিমত উদ্বেগজনক। কোন কোনটির ঘর আছে, ছাত্র নেই। কোন কোনটির ছাত্রের চাইতে শিক্ষক সংখ্যা বেশী। কোন কোনটির ঘর, ছাত্র, শিক্ষক– কিছুই নেই। অন্যদিকে বেশীর ভাগ মাদ্রাসায় শিক্ষকের খাতায় ভুয়া শিক্ষক দেখিয়ে বছরের পর বছর সরকার থেকে তাদের নামে অনুদান তোলা হয়েছে। সরকার থেকে বলা হয়েছে, স্থগিতাদেশের তালিকায় শতাধিক স্কুলও রয়েছে। সেখানেও একই পন্থায় বোর্ড থেকে এফিলিয়েশন নিয়ে ভুয়া শিক্ষক ভাতা তোলা হয়েছে বছরের পর বছর। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, স্থগিতাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এফিলিয়েশনের শর্ত পূরণ করলে তাদের আবার এফিলিয়েশন দেয়া হবে এবং তারা সরকারী অর্থ আবার পাবে।

এফিলিয়েশন ও অনুদান বন্ধ হওয়ায় যে পরিচালকেরা এতদিন সরকারী অর্থ তুলে অবৈধভাবে ভোগ করেছেন তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। তাদের দণ্ডিত হওয়ার কথা। কিন্তু তারা দণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এ পরিস্থিতিতে যা প্রত্যাশিত তা হচ্ছে দোষীদের সনাক্ত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া। সরকার এ পদক্ষেপটি নিলে জনসাধারণ খুশী হবে এবং একই সঙ্গে কেউ আর শিক্ষা বা মাদ্রাসা বা অন্য কোন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এ ধরনের ব্যবসা করতে সাহস পাবে না। তবে যারা এ ধরনের মাদ্রাসা ব্যবসায় যুক্ত তাদের চেয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের যারা এদের সহায়তা করেছেন তাদের দোষ বরং বেশী। প্রথমত, তারা সরকার নিয়োজিত ও সরকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। মাদ্রাসা সরকার নির্ণীত শর্ত পূরণ করার পর তারা মাদ্রাসার এফিলিয়েশন দেবেন। শর্ত পূরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখা এবং সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার দায়িত্ব তাদের। তারা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে মাদ্রাসার এফিলিয়েশন দিয়ে থাকলে প্রথম বিচার হওয়া উচিত মাদ্রাসা বোর্ডের, এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত মাদ্রাসা বোর্ডের ঐসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন এমন সংবাদ পাওয়া যায়নি। এখানে উল্লেখ আবশ্যক, কেউ অন্যায় করলে বা অন্যায় ধরা পড়লে প্রথম দফায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়ার বিধান রয়েছে। এফিলিয়েশনপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে সরকার তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এফিলিয়েশন প্রাপ্তির শর্ত পূরণের আহ্বান জানালে ভালো হত বলে কেউ কেউ মনে করেন। তবে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে যারা দুর্নীতির ব্যবসা ফেঁদে বসেছে, তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত। এ নিয়ে রাজনীতি করাটা নেহায়েত দুর্ভাগ্যজনক।

স্কুল-মাদ্রাসা সংক্রান্ত এই সমস্যাটি এখন বিস্তৃত অঙ্গনে আলোচনা হলেও সমস্যাটি আদৌ নতুন নয়। বরং খুবই পুরনো। ৮/১০ বছর আগে থেকে আমরা শুনে আসছি অনেক স্কুল-মাদ্রাসার খাতায় ভুয়া শিক্ষকের নাম রয়েছে। ভুয়া শিক্ষকের নামে সরকারী অনুদান তুলে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা তা আত্মসাৎ করে। সরকারের কোন কোন ব্যক্তি বলেছেন, ভুয়া শিক্ষকদের প্রদেয় অর্থ রক্ষা করা সম্ভব হলে ওই অর্থ দ্বারা প্রকৃত শিক্ষকদের ৮০ শতাংশের বদলে একশত শতাংশ বেতন দেয়া সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতীতে এই ভুয়া শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করা হয়নি। বরং মোদাররেসীন সংগঠনের নামে কেউ কেউ এ নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চোখের সামনেই দুর্নীতি করেছে অথচ স্বৈরাচারী আমলে এই শ্রেণীর লোককে শাস্তি দেওয়ার বদলে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এর সঙ্গে বোর্ডের যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বস্তুত, শিক্ষা প্রশাসনের ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজগুলোতে দুর্নীতি ব্যাপক আকার ধারণ করতে পেরেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাক্ষেত্রে চলিয়া আসা এই দুর্নীতি দুর্বল মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো দুর্বল করে দিচ্ছে তা বলা বাহুল্য। এখনকার মত যখন এত স্কুল-কলেজ ছিল না তখন এদেশের শিক্ষা প্রসারে মাদ্রাসার একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল। গ্রামে ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের পাঠশালা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মক্তব। মক্তবে যিনি শিক্ষা দিতেন তিনি মাদ্রাসা পড়ুয়া লোক হতেন। ধর্ম নির্বিশেষে যার বাড়ীর কাছে যেটি সে ওই মক্তব বা পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা নিত। মক্তবে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পর কাছে স্কুল না থাকার কারণে মুসলমান ছাত্ররা মাদ্রাসায় যেত। সেখানে ২/৩ বছর পড়ার পর বড় হয়ে দূরের স্কুলে গিয়ে ভর্তি হত। বর্তমানে যারা প্রবীণ তাদের অনেকের শিক্ষার ভিত্তি এভাবেই গড়ে উঠেছিল মক্তব ও মাদ্রাসায়। মাদ্রাসা শিক্ষকেরা তখন যে সততার সঙ্গে শিক্ষা দিতেন আজ তা অনুপস্থিত। মাদ্রাসায় কালক্রমে শিক্ষার মান একেবারে পড়ে গেছে। ছাত্ররা আজকাল নকল করে পাস করে। আবার এইভাবে পাস করা ছাত্ররা নতুন মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকতা করে। শিক্ষায় যে পচন ধরেছে সেই একই পচন ধরেছে মাদ্রাসার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। সুতরাং যারা মনে করেন, মাদ্রাসা শিক্ষা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে তাদের প্রথমেই উচিত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অব্যবস্থা ও দুর্নীতিরোধে সোচ্চার হওয়া। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ দ্বিগুণ করলেই যে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতি হবে একথা বিশ্বাস করা যায় না। বর্তমান ব্যবস্থায় বর্ধিত বরাদ্দের অর্থ দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের হাতে চলে যাচ্ছে। একই কথা স্কুল-কলেজের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং সবকিছুর আগে দরকার শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ড তথা শিক্ষা প্রশাসনের দুর্নীতি সর্বতোভাবে দূর করা। এই বোর্ডগুলো ও ডিপিআই অফিসে ঢুকলে বোঝা যায় দিনে দিনে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি কত ব্যাপক ও ভয়াবহভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা অব্যাহত থাকলে আমাদের তরুণ প্রজন্ম, তারা স্কুল-কলেজের ছাত্র হোক কিংবা মাদ্রাসার ছাত্র হোক, কারোর রেহাই নেই। তাই আমরা মনে করি, মাদ্রাসা শিক্ষার মূল সমস্যাটিকে সামনে রেখে বোর্ড ও স্কুল-মাদ্রাসার দুর্নীতি সর্বতোভাবে দূর করতে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।